দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 OCT 1998

পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৩

শিক্ষা প্রশাসন কি আইনের উর্ধ্বে ?

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং ইহার পরিদপ্তরগুলিতে বছরের পর বছর ধরিয়া বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় আইন এবং সরকারী বিধি-বিধান প্রতিনিয়ত লংঘিত হইতেছে। নীচে এই ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল।

(১) অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের ঘুষ-দুর্নীতির প্রতিবাদ করায়, আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া ৬ বৎসরের চাকুরী জীবনে ৮ বার বদলী করা হইয়াছে। অথচ আমি ১৯৯৬ সনে থানা পর্যায়ে এবং ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হই।

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের স্মারক নং- প্রমকা/স্পেশাল/এবি- ৬১ (৯)/৯২ (প্রঃ)/১৯০০, তারিখ ২১/১১/৯২-এর ২২টি অনুচ্ছেদ প্রতিদিনই শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে লংঘন করা হইতেছে। এমনকি চট্টগ্রাম শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃপক্ষ আইনটি সম্পর্কে অবহিত নহেন বলিয়া জানা যায়। অথচ আইনটি এই এলাকার জন্যই প্রণীত।

(৩) শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং- শাঃ ৪/৮৩০/ শিক্ষা তারিখ ১৮/৭//৭০ইং, শাঃ ৪/৮৩১ শিক্ষা, তারিখ ১৮/৭/৭০ বর্তমানে বহাল এবং কার্যকর থাকা সত্ত্বেও সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে উহা লংঘন করা হইতেছে।

এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রণব কুমার দেব,
সহকারী শিক্ষক,
রাংগামাটি সরকারী উচ্চ
বিদ্যালয়,
রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।